জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

সংগীত

চতুর্থ শ্রেণি

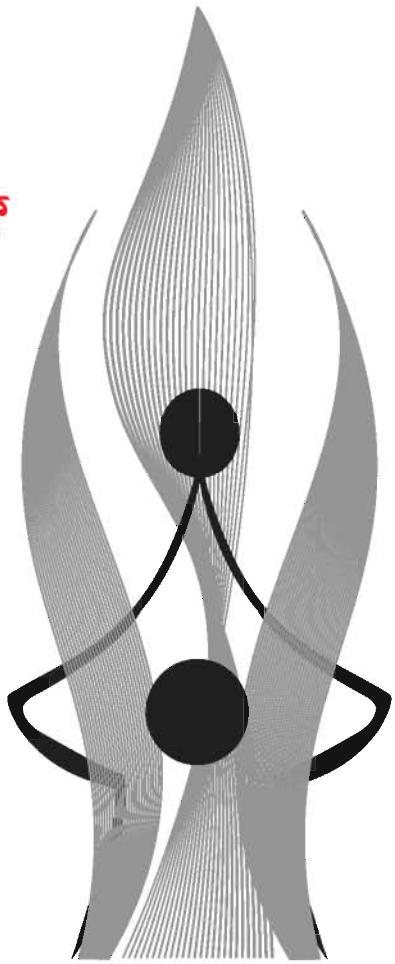

লেখক ও সম্পাদক

ফেরদৌসী রহমান
সুধীন দাস
মোঃ কামরুজ্জামান
রীনাত ফওজিয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আবদুল মোমেন মিল্টন

সমন্বয়কারী

জুলেখা শারমিন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেসব বিষয়ে জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সবগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে সংগীত একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সংগীত শিশু মনকে দোলা দেয়। শিশুর মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সংগীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। তবে প্রত্যেক শ্রেণিতে শিক্ষকের জন্য রয়েছে নির্ধারিত শিক্ষক নির্দেশিকা। নির্দেশিকায় প্রতিটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সংগীত, স্বরলিপি ও অন্যান্য নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনায় অন্তর্ভুক্ত সংগীতগুলো শিক্ষার্থীরা আত্মস্থ করতে পারলে তাদের ভেতর দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। শিশুরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে। সংগীতের শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা, ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং দেশের প্রথিতযশা সংগীত শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্দেশিকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রাথমিক স্তরে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা	১
২	শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা	৩
৩	সংগীত বলতে কী বোঝায়	৪
৪	স্বর পরিচয়	৫
৫	তালের ধারণা	৮
৬	গান কী	৯
৭	আকার মাত্রিক স্বরলিপি অনুসরণ পদ্ধতি	১০
৮	সংগীতজগতের কতিপয় সুরসাধকের ছবি	১৩
৯	সংগীত বিষয়ের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের ছবি	১৭
১০	প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত বিভিন্ন গানের বাণী ও স্বরলিপি	২০
১১	জাতীয় সংগীত	২১
১২	শহিদ দিবসের গান	২৬
১৩	বিশ্বসংগীত	২৯
১৪	উদ্দীপনামূলক গান	৩২
১৫	দেশাত্মবোধক গান	৩৬
১৬	প্রাথমিক স্তরের শিখন–শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন (চতুর্থ শ্রেণি)	৪৫

প্রাথমিক স্তরের সংগীতের প্রয়োজনীয়তা

গানের সুর শিশুমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। জন্মের পর মা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তার সন্তানকে ঘুম পাড়ান। এতে প্রতীয়মান হয়, শিশুটি গানের কোনো ভাষা বা কথা বোঝে না, সে শিশুটিও গানের সুরের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। আর সে কারণে মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের সুর তাকে অতি সহজেই ঘুমের দেশে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। শিশুমন কোমল– গানের সুর একদিকে যেমন তার মনকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে তার মনকে প্রভাবিত করে। তাই শিশুর মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সংগীতচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে প্রাথমিক স্তরের ১২টি আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সংগীত বিষয়কে একটি অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নকালে সংগীত বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তথা বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল। বর্তমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বাস্তব অবস্থা, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং এই স্তরের শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুরা যাতে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে, সে বিষয়টি সামনে রেখে প্রচলিত সুরের সহজ ও সর্বজনশ্রুত সর্বমোট ১৩টি গান নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় স্বল্প চেষ্টায় এই গানগুলো অনুশীলন করতে সমর্থ হয়।

প্রচলিত শিক্ষাক্রমে সংগীত বিষয়ের জন্য সর্বমোট ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এই ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার আওতায় মোট ৯টি গান শনাক্ত করা হয়েছিল। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার স্থলে ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে শিশুদের মনে ‘কোনো কাজই ছোট নয়’ বা সব ধরনের কাজের প্রতি যাতে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়, সে উদ্দেশ্যে শ্রমের মর্যাদা-সংক্রান্ত একটি অতিরিক্ত প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করে সংযোজন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আওতায় সংগীত বিষয়ের জন্য নির্ধারণকৃত ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রচলিত ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা একই রাখা হয়েছে। কারণ প্রচলিত শিক্ষাক্রমে ৯টি ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে এগুলোর অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রতিটি গান নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত পরিচিত সুরের গানগুলো দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনুশীলন করানো হলে সংগীতের মাধ্যমে শিশুদের মনে মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাসংগ্রাম, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার পাশাপাশি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগের মনোভাব গঠন করতে ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় প্রচলিত প্রান্তিক যোগ্যতা অনুসারে নির্বাচিত কিছু গান সংগতকারণে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কয়েকটি গান সর্বজনশ্রুত সহজ সুরের তথা মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বার্তা বহন করার কারণে একই রাখা হয়েছে।

আশা করা হয়েছে যে, পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত গানগুলো বাস্তব অনুশীলনে সচেষ্ট হলে তা শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও আনন্দময় ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। ফলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে এবং ঝরে পড়ার হারও বহুলাংশে কমে আসবে।

শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা

প্রতিটি পাঠ নির্ধারিত অংশে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবেন :

১। সংগীত বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকাটি শিক্ষক প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বেন।

২। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবেন। এই উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রস্তুতির সময় পাঠটি কয়েকবার পড়বেন।

৩। পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্দেশিকায় দেওয়া নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা, শিখন–শেখানো কার্যাবলি এবং মূল্যায়ন অনুসরণ করবেন।

৪। শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত ছবিকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন এবং প্রয়োজনবোধে পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করবেন।

৫। যথাসম্ভব স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে চকবোর্ডে লিখে গান অভ্যাস করাবেন।

৬। শিক্ষক প্রতি ক্লাসে প্রথম অথবা শেষ অংশে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সারগাম বা তাল-ছন্দ শেখাবেন।

৭। প্রমিত চলিত ভাষায় কথা বলবেন। শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করবেন না।

৮। শুদ্ধ উচ্চারণ ও নির্ভুল ভাষার প্রয়োগ উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের মৌখিক অনুশীলন করাবেন।

৯। গান, সুর, ছন্দ, তাল এবং অঙ্গভঙ্গি করে পরিবেশন করবেন।

সংগীত বলতে সংক্ষেপে কী বোঝায়? মানবজীবনে সংগীত কী ধরনের ভূমিকা রাখতে সক্ষম?

সংগীত বলতে চিত্তবিনোদনে সমর্থ স্বরসমূহের বিন্যাসের মাধ্যমে বিচিত্র ও মধুর রচনাকে বোঝায়। স্বর ও তালবদ্ধ মনোরঞ্জক রচনাকে সংগীত বলা হয়। সংগীতের পরিভাষা অনুসারে গীত, বাদ্য ও নৃত্য- এই তিনের একত্র সমাবেশ হলো সংগীত। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের আলাদা সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন,

গীত – কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গীত বলে।

বাদ্য – সুর ও তালের সাহায্যে যন্ত্রের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে বাদ্য বলে।

নৃত্য – ছন্দ ও মুদ্রা সহযোগে সুললিত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে।

সংগীত ও মানবজীবন পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের ভিতরের প্রবৃত্তির ওপর সংগীতের প্রভাব অপরিসীম। সংগীত অনুশীলনের দ্বারা মানুষের মনের সুপ্ত ভাব জাগ্রত হয়। আবার সংগীত দ্বারাই মানুষের অনুভূতি পরিমার্জিত হয়। কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার পাশাপাশি মনের হীন ভাবগুলো সংগীতের প্রভাবে দূর হয়; তার বদলে উদারতা মানুষের মনকে করে তোলে মহৎ। সংগীতের মাধ্যমে মানুষের কল্পনাশক্তির উন্মেষ ঘটে এবং সৃষ্টিশীলতার বিকাশ হয়। মনের সুকোমল ও সুকুমার বৃত্তিগুলোর ওপর সংগীতের প্রভাব জীবনকে করে তোলে মধুময়, জীবনে বয়ে আনে সম্পূর্ণতা।

সংগীত মানবজীবনের হাসি–কান্না, আনন্দ–বেদনা, সুখ–দুঃখে সান্ত্বনার প্রলেপ। সংগীত সমাজের সব স্তরে পরিব্যাপ্ত। জীবনের উৎসবে সংগীত নিত্যসঙ্গী। আবেগ প্রকাশের মাধ্যম সংগীত। মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগীত মানবজীবনকে পরিশীলিত করে। এক অকৃত্রিম চেতনা জাগ্রত করে।

মানবজীবনে সংগীতের প্রভাব তাই মহামিলনের এক মহামন্ত্র।

স্বর পরিচয় :

সংগীতে ব্যবহৃত ৭টি শুদ্ধ স্বরের সংক্ষিপ্ত নাম সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। সংগীতের সাতটি স্বরের সংক্ষিপ্ত নাম জানা ও শেখার পর শিক্ষক ক্লাসে স্বরের সম্পূর্ণ বা পুরো নাম বলবেন ও শেখাবেন। ৭টি স্বরের নাম নিম্নরূপ :

সা	=	ষড়জ বা খরজ
রে	=	ঋষভ বা রেখাব
গা	=	গান্ধার
মা	=	মধ্যম
পা	=	পঞ্চম
ধা	=	ধৈবত
নি	=	নিষাদ বা নিখাদ

সা থেকে নি পর্যন্ত এই ৭টি শুদ্ধ স্বরকে এককথায় 'সপ্তক' বলে। সংগীতে তিনটি সপ্তক রয়েছে, তা হলো উদারা বা মন্দ্র, মুদারা বা মধ্য এবং তারা বা তার।

সংগীতের ৭টি শুদ্ধ স্বরের মধ্যে আবার ৫টি বিকৃত স্বর আছে। এর মধ্যে সা ও পা স্বর দুটি বাদে ৫টি স্বর বিকৃত। সেগুলো হলো :

রে	=	ঋা
গা	=	জ্ঞা
মা	=	হ্মা
ধা	=	দা
নি	=	ণা

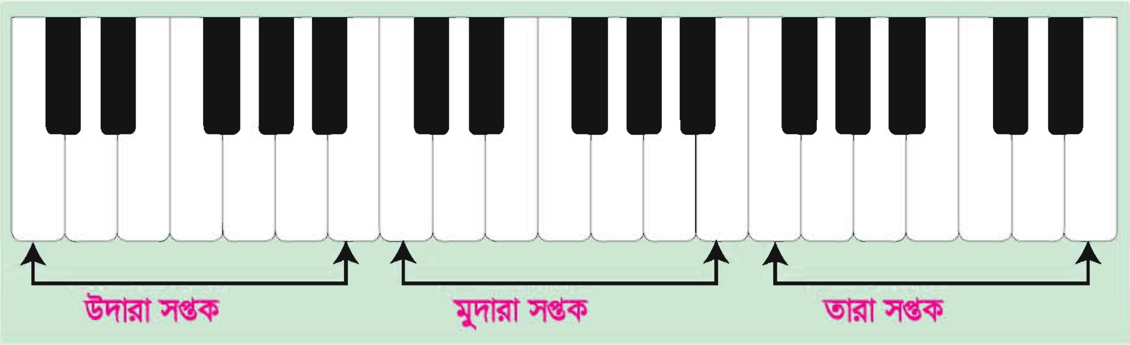

আরোহণ ও অবরোহণ :

স্বরের ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্ব গতির নাম 'আরোহণ'। অর্থাৎ কোনো স্বর থেকে পরপর উপরের দিকে যাওয়ার নাম আরোহণ। যেমন সা রে গা মা পা ধা নি র্সা। স্বরের ক্রমান্বয়ে নিম্নগতির নাম 'অবরোহণ'। অর্থাৎ উপরের স্বর থেকে পরপর নিচের দিকে যাওয়াকে অবরোহণ বলে। যেমন – র্সা নি ধা পা মা গা রে সা। আরোহণকে আরোহী এবং অবরোহণকে অবরোহী বলা হয়ে থাকে। নিচে আরোহণ ও অবরোহণের নমুনা দেখানো হলো।

আরোহণ – সা রে গা মা পা ধা নি র্সা।

অবরোহণ – র্সা নি ধা পা মা গা রে সা।

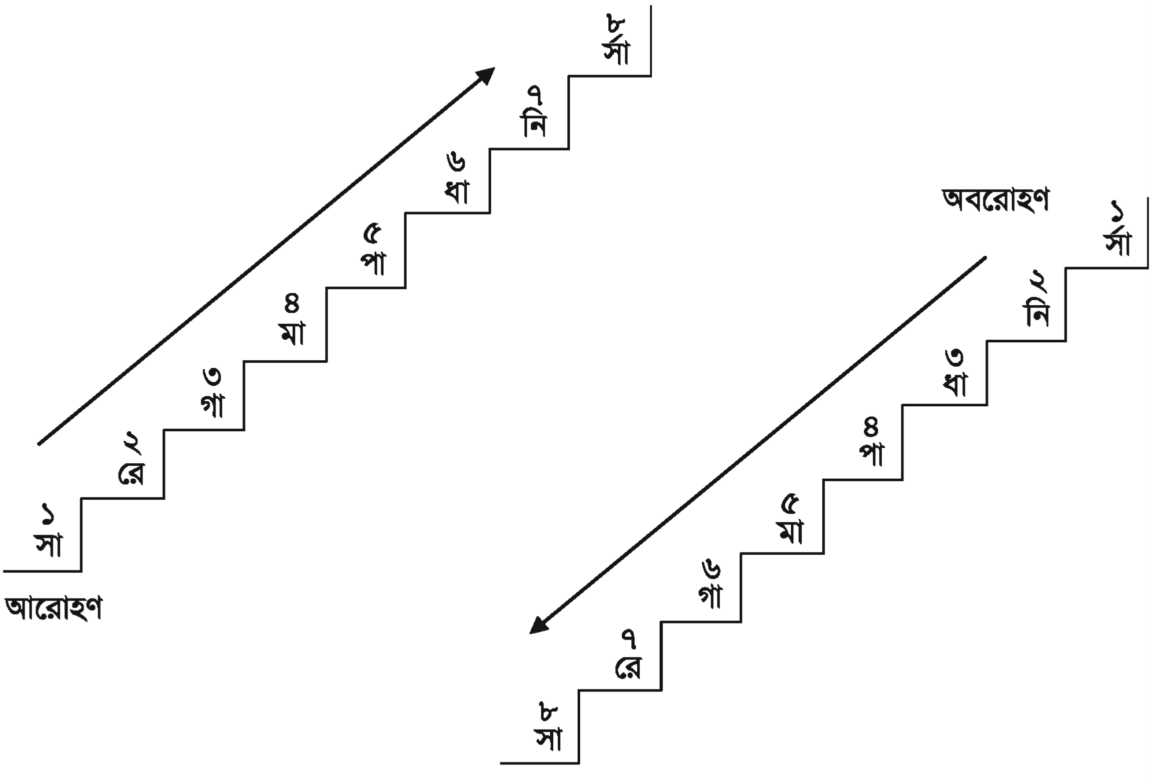

প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত গানে নিচের দুটি তাল ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুটি তালের বিভক্তি ও বোল নিচে দেওয়া হলো :

কাহারবা তাল : ৪ + ৪ = ৮ মাত্রা

+					০			
১	২	৩	৪	|	৫	৬	৭	৮
ধা	গে	তে	টে	|	না	গে	ধি	না

দাদ্‌রা তাল : ৩ + ৩ = ৬ মাত্রা

+				০		
১	২	৩	|	৪	৫	৬
ধা	ধি	না	|	না	তি	না

তালের ধারণা এবং
প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত গানে ব্যবহৃত তালের বর্ণনা :

সংগীতে তাল শব্দের অর্থ হলো কাল পরিমাণ বা সময়ের মাপ। সংগীতে (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণকে তাল বলে। তালের সমান অংশ ও ভাগকে মাত্রা বলে। কতকগুলো মাত্রার সমষ্টি নিয়ে তাল গঠিত হয়। তাল সাধারণত দুই রকম। একটি সমপদী অপরটি বিসমপদী। অর্থাৎ সমান ছন্দ বা সমমাত্রায় যে ছন্দ, তা হলো সমপদী আর মাত্রা বিভাগ অসমান বা সমান না হলে তাকে বিসমপদী তাল বলা হয়।

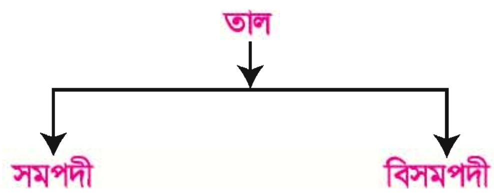

সমপদী তালের উদাহরণ : দাদ্‌রা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল।

বিসমপদী তালের উদাহরণ : তেওড়া, ঝাঁপতাল, রূপক, ঝম্পক।

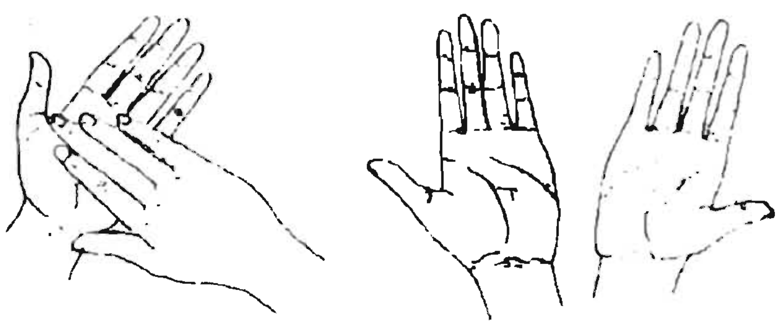

দুই হাতের তালি　　　দুই হাত খোলা

তালের ছন্দ বিভাগকে তালি এবং খালি দিয়ে দেখাতে হয়– যা উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

গান কী এবং গানে ব্যবহৃত বিভিন্ন অংশের পরিচয় :

কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে কণ্ঠের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গান বলে। গান বলতে কণ্ঠ সংগীতকে বুঝায়।

গানের অংশ :

গানের চারটি অংশ থাকে। যথা – অস্থায়ী বা স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ।

অস্থায়ী বা স্থায়ী : গানের প্রথম কলিকে অস্থায়ী বা স্থায়ী বলা হয়। স্থিতি অর্থে অস্থায়ী অর্থের উদ্ভব হয়েছে। গান আলাপ, গৎ প্রভৃতির আরম্ভ স্থায়ীতে। স্থায়ীর স্বরবিন্যাস মূলত মুদারা ও উদারা সপ্তকের মধ্যে হয়।

অন্তরা : গানের দ্বিতীয় কলিকে অন্তরা বলা হয়।

সঞ্চারী : গানের তৃতীয় কলিকে সঞ্চারী বলা হয়। অন্তরা ও আভোগের স্বরের মধ্যে সঞ্চারণ করে বলে গানের এই অংশের নাম সঞ্চারী দেওয়া হয়েছে।

আভোগ ঃ গানের চতুর্থ কলিকে আভোগ বলা হয়। আভোগ গানের শেষ কলি। আভোগের স্বরবিন্যাস অনেকটা অন্তরার মতো।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি অনুসরণ পদ্ধতি :

স্বর

১. শুদ্ধ স্বর : স র গ ম প ধ ন

২. বিকৃত স্বর : কোমল র = ঋ, কোমল গ = জ্ঞ, কড়ি বা তীব্র ম = হ্ম, কোমল ধ = দ এবং কোমল ন = ণ।

সপ্তক :

৩. উদারা বা মন্দ্র সপ্তক : স্বরের নিচে হসন্ত '্' চিহ্ন থাকে। যথা– স্, র্, গ্, ম্, প্, ধ্, ন্

৪. মুদারা বা মধ্য সপ্তক : স্বরের উপরে বা নিচে কোনো চিহ্ন থাকে না। যথা– স, র, গ, ম,প, ধ, ন

৫. তারা বা তার সপ্তক : স্বরের মাথায় রেফ 'র্' চিহ্ন থাকে। যথা– র্স, র্র, র্গ, র্ম, র্প, র্ধ, র্ন

মাত্রা ঃ

৬. একমাত্রা = া । যথা– সা, রা ইত্যাদি। অর্ধ মাত্রা – সঃ, রঃ ইত্যাদি। দুটি অর্ধ মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা– সরা, রগা ইত্যাদি। তিনটি এক তৃতীয়াংশ মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা– সরগা, রগমা ইত্যাদি। চারটি সিকি মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা– সরগমা, রগমপা ইত্যাদি। এই রূপ একমাত্রার মধ্যে যতগুলো স্বরই উচ্চারিত হোক না কেন, যথা– সরগমপধা ইত্যাদি, প্রত্যেক স্বরই সমান অংশে বিভক্ত। দুটো সিকি মাত্রা মিলে এক অর্ধ মাত্রা। যথা– সরঃ, রগঃ ইত্যাদি। একটি অর্ধ মাত্রা এবং দুটি সিকি মাত্রা মিলে এক মাত্রা। যথা– সঃ , রগঃ এবং রঃ, গমঃ। একটি দেড় মাত্রা এবং একটি অর্ধ মাত্রা মিলে দুই মাত্রা। যথা– সাঃ রঃ, গাঃ মঃ ইত্যাদি।

তাল চিহ্ন :

৭. মাত্রা সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছ বা পদে বিভক্ত। প্রত্যেক গুচ্ছ বা পদের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে +, ০, ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি চিহ্ন তালের বিভিন্ন বিভাগকে নির্দেশ করে। যোগ চিহ্নে '+' সম ও '০' চিহ্নে ফাঁক বুঝতে হবে।

৮. প্রতি তাল বিভাগের পর ছেদ চিহ্ন বা এক দাড়ি '।' বসে এবং তালের প্রতি আবর্তনের শুরুতে একটি করে দন্ড 'I' বসে। গানের স্থায়ীতে ও প্রত্যেক কলির আরম্ভে যুগল দণ্ড 'II' বসে। কিন্তু কোন কলির শেষে স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তন না হলে উক্ত কলির শেষে ও তার পরবর্তী কলির শুরুতে দুটি দণ্ডের স্থলে শুধু একটি করে দন্ড বসে। যেখানে গান একেবারে শেষ হয়, সেখানে দুটিজোড়া দণ্ড 'II II' বসে।

বিবিধ :

৯. স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্নস্বরূপ দুটি করে দণ্ড বসে। কোনো কলির শেষে যুগল দণ্ড 'II' এবং সেট শেষে দুটো জোড়া দণ্ড 'II II' থাকলেই স্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে, সেখান থেকে আরম্ভ করতে হবে।

১০. স্থায়ীর আরম্ভে যুগল দণ্ডের 'II' বাইরে গানের অংশ গান আরম্ভ করে একবার মাত্র গাইতে হয়। কেননা প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু " " এইরূপ উদ্ধৃতি চিহ্নের দ্বারা পুনঃপুনঃ লেখা হয়।

১১. কোন স্বরের শিরোদেশে যুগ্ম–দাঁড়ি যথা– সা থাকলে; সেখানে থেমে গানের অন্য কলি ধরতে হবে এবং গান শেষ করার সময় এখানে শেষ করতে হবে।

১২. গুম্ফ–বন্ধনী '{ }' চিহ্ন থাকলে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। যথা– I { সা রা গা মা } I । এখানে সা রা গা মা এই চারটি স্বর দুইবার গাইতে হবে। পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলো স্বর বাদ দিয়ে যাওয়ার চিহ্ন '( )' এই বক্র–বন্ধনী। যথা – I { সা রা গা মা } I । এখানে পুনরাবৃত্তিকালে গা ও মা বাদ যাবে।

১৩. পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হলে নিম্নোক্ত দুই প্রকারে লিখিত হয় :–

(ক) শিরোদেশে '[ ]' এই সরল বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলো লিখিত হয়ে থাকে।

[ন্া সা]

যথা – I { সা রা গা মা } I এখানে প্রথমবারে সা রা গা মা এবং দ্বিতীয়বারে ন্া সা গা মা গাইতে হবে।

(খ) বক্র–বন্ধনীস্থিত সুরের পরিবর্তন হলে তা বক্র বন্ধনীর পরে লেখা হয়।

যথা – I{সা রা (গা মা)}I মা পা I। এখানে প্রথমবারে সা রা গা মা এবং দ্বিতীয়বারে সা রা মা পা গাইতে হবে।

১৪. কলির শেষে যুগল দণ্ডের ও সবশেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে '[ ]' এই সরল বন্ধনী থাকলে, যথা – I [ ] I, II [ ] II ; স্থায়ীতে ফিরে এই সরল বন্ধনীস্থিত পরিবর্তিত সুর গাইতে হবে।

১৫. যখন একটি বা একাধিক স্বর বিরামহীনভাবে গাওয়া হয়, তখন সেই মাত্রা বা স্বরগুলোর বাম পার্শ্বে হাইফেন '–' চিহ্ন বসে। স্বরের নিচে গানের বাণী না থাকলে গানের পঙ্‌ক্তিতে শূন্য '০' দেওয়া হয়।

যথা –	সা	–া	–া	–া	অথবা,	সা	–রা	–গা	–মা
	মা	০	০	০		আ	০	০	০

১৬. একই স্বর পৃথক ঝোঁকে উচ্চারিত হলে সেই স্বরের বাম পার্শ্বেও হাইফেন '–' চিহ্ন বসে।
যথা – সা –সা –রা –রা অথবা, সা –রা –গা –মা
মা ০ ০ ০ গা ০ ০ ০

১৭. যখন লয় অব্যাহত রেখে এক বা একাধিক মাত্রায় সুরের স্তব্ধতা দেখাতে হয়, তখন সেই মাত্রা বা মাত্রাগুলোর বাম পার্শ্বে হাইফেন '–' চিহ্ন বসে না এবং গানের পঙ্‌ক্তিতে কোনো শূন্যও বসে না।
যথা – I মা –া –া –া া া া া I
যা য়

১৮. স্পর্শ সুর : কোনো মূল সুরের পূর্বে যদি কোনো আনুষঙ্গিক স্বর নিমেষকাল স্পর্শ করে মাত্র, তাহলে সে স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে মূল স্বরের বাম পার্শ্বে লেখা হয়। যথা – ^{গ}সা, ^{ম}রা ইত্যাদি। আবার, মূল স্বরের পরের কোনো স্পর্শ করার চিহ্ন হবে র^{গ} কিংবা ম^{র}।

১৯. মীড় : কোনো একটি স্বর হতে অন্য আর একটি স্বর বিশেষরূপে গড়িয়ে নেওয়াকে মীড় বলে।
মীড়ের চিহ্ন :
(‿) অথবা (⁀) যথা – গা ‿ সা অথবা সা ⁀ মা ইত্যাদি

উচ্চারণ :

২০. স্বরলিপির ভিতরেও গানের প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হয়। গানের বাণীর উচ্চারণে হসন্ত ' ্ ' চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। যেমন – 'আমার' শব্দটিতে হসন্ত থাকা বা না থাকার কারণে এর দুই রকম উচ্চারণ হয়। হসন্ত না থাকলে এর উচ্চারণ হবে 'আমারো' এবং হসন্ত থাকলে এর উচ্চারণ হবে 'আমার্'।

স্বরলিপির ভিতরে গানের উচ্চারণে মাত্রাবিহীন এ–কার (ে) এবং মাত্রাযুক্ত এ–কার (ে) ব্যবহৃত হয়। মাত্রাবিহীন ে = এ এবং মাত্রাযুক্ত ে = অ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন – 'বেদনা' শব্দের এ–কার 'এ' এবং 'বেলা' শব্দের এ–কার অ্যা উচ্চারিত হবে। এ দুটি শব্দ স্বরলিপিতে যথাক্রমে 'বে দ না' ও 'বে লা' হয়। তেমনি 'খে লা' ও 'অ বে লা য়' এবং 'ম নে' ও 'অ কা র ণে' ইত্যাদি।

সংগীত জগতের কতিপয় সুর সাধকের ছবি

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (১৮৬২–১৯৭২)

সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে। ছোটবেলায় বড় ভাই ফকির (তাপস) আফতাবউদ্দিন খাঁর কাছে প্রথম সংগীতে হাতেখড়ি নেন। দশ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কোলকাতায় আসেন এবং বিভিন্ন ওস্তাদের এবং অনেক ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শেখেন। ১৯১৮ সালে মাইহারের সভা সংগীতজ্ঞ হন আলাউদ্দিন খাঁ। ১৯৩৫ সালে নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের দলের সাথে বিশ্বভ্রমণে বের হন এবং সরোদ বাজিয়ে সারা বিশ্বের শ্রোতার মন জয় করেন। ভারত সরকারের সর্বোচ্চ খেতাব 'পদ্মভূষণ' এবং 'পদ্মবিভূষণ'সহ অনেক উপাধি তিনি লাভ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩–১৯১৩)

প্রখ্যাত কবি, নাট্যকার এবং সংগীতজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। তিনি ডি.এল. রায় নামে সমধিক পরিচিত। পিতা কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় সুকণ্ঠ গায়ক ও গীতিকার ছিলেন। তাঁর প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই পরিচিত হন। সরকারি বৃত্তি নিয়ে তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান। সেখানে তিনি পাশ্চাত্য সংগীত শেখেন। ১৭৭৬ সালে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৯০৫ সালে তিনি 'পূর্ণিমা সম্মেলন' প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল এই সংস্থায় স্বরচিত গান পরিবেশন করতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সংগীত রচনায় দেশি ও পাশ্চাত্য দুই ধরনের সুরই ব্যবহার করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর "ধনধান্য পুষ্পভরা" এই গানটি জাতীয়ভাবে গীত হয়ে থাকে।

শহীদ আলতাফ মাহমুদ (১৯৩৩–১৯৭১)

প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের জন্ম বরিশালে। বরিশাল জিলা স্কুলে পড়ার সময়ে সংগীতে তাঁর হাতেখড়ি হয়। প্রথমে প্রখ্যাত বেহালাবাদক সুরেন রায়ের কাছে সংঘীতের তালিম নেন। পরে তিনি করাচি যান এবং প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গা সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আবদুল কাদের খাঁর কাছে তালিম নেন। দেশে ফিরে এসে তিনি গানে সুরারোপ করতে শুরু করেন। তিনি একাধিক চলচ্চিত্রের সফল সংগীত পরিচালক। বাংলার সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন আলতাফ মাহমুদ তাঁদের অন্যতম। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটিতে সুরারোপ করে তিনি বাংলাদেশের জনগণের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। একাত্তরের ডিসেম্বরে পাকহানাদার বাহিনীর হাতে তিনি বন্দী ও নিরুদ্দেশ হন। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'একুশে পদক' প্রদান করে।

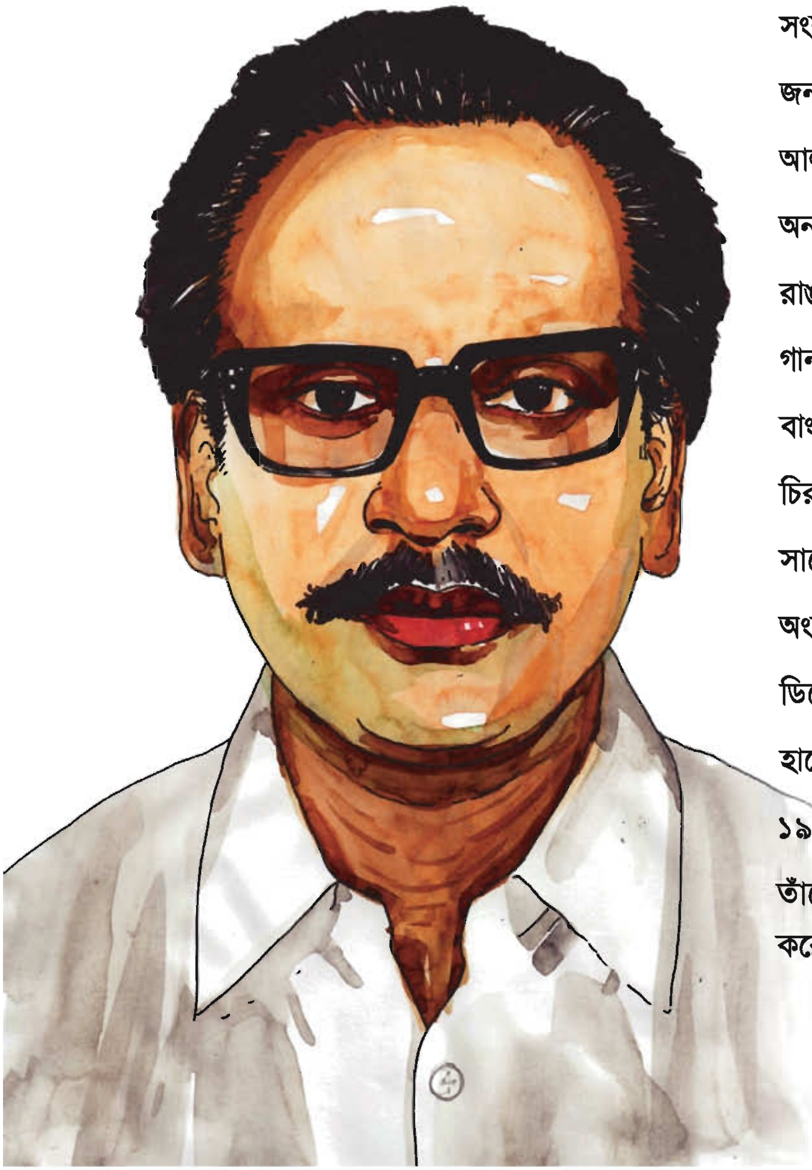

সংগীত বিষয়ের ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ছবি

ঢোল

ঢোলের দেহ বা খোল কাঠের তৈরি। ভেতরটা ফাঁপা। দুই দিকে দুইটি মুখ থাকে। সাধারণত ঢোল গলায় ঝুলিয়ে দুই পাশে দুই হাতের সাহায্যে বাজানো হয়।

দোতারা

দোতারা একটি লোক বাদ্যযন্ত্র। দোতারার দেহ কাঠের তৈরি। নিচের অংশটি প্রায় গোলাকার। এই অংশটি খুদে নিয়ে ওপরে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয়। দোতারায় চারটি তার থাকে। নারকেলের মালা কেটে তৈরি একটি 'জওয়া' দিয়ে এটি বাজাতে হয়।

প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত বিভিন্ন গানের বাণী ও স্বরলিপি

জাতীয় সংগীত

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তাল : দাদ্‌রা

পূর্ব বাংলার নাম এক সময় পাল্টিয়ে রাখা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। এদেশের মানুষের অন্তর কেঁদে উঠেছিল প্রিয় বাংলাদেশের নাম নিয়ে এই টানাহেঁচড়ায়। তাই আন্দোলনের সময় আপন সত্তাকে স্মরণ করে মিছিলে মানুষের গলায় গান বেজে উঠল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠানে গাওয়া হতো এই গান, সভা-সমিতিতে এই গান গাওয়া তখন রেওয়াজ হয়ে উঠল। তারপর, স্বাধীনতাযুদ্ধে এই গান হলো বাংলাদেশের মানুষের প্রেরণার উৎস। তারই ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে সাব্যস্ত হলো এই গানখানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই গানটিতে এদেশের মানুষের অন্তরের কথা স্থান পেয়েছে। আর এই গানের সুরে মিশে আছে বাংলাদেশের এক বাউল গানের সুর। 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে ' গানটি গেয়ে চিঠি বিলি করত শিলাইদহ এলাকার ডাকঘরের গগন হরকরা। এ গানের সুরে মোহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সুরের আদর্শে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' – দেশপ্রেমের এই গানটি বাঁধলেন। বাংলাদেশের প্রকৃতির বর্ণনা বাউল সুরের আকুল টানে দেশের জন্য ভালোবাসার আবেগে ভরে উঠেছে।

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে জাতীয় সংগীত গাইতে হয়–এ কথাগুলো শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে। এই গানটি গাইবার সময় হাত–পা নাড়ানো বা শরীর দুলানো চলবে না। মধ্যম লয়ের এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে নিবদ্ধ।

জাতীয় সংগীত গাইবার সময় 'বাঁশি' আর 'আঁচল' শব্দের চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ, ফাগুনের 'ফ' এবং 'দেখেছি', 'বিছায়েছ' বলতে 'ছ'–এর ঠিক উচ্চারণ করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা তোর বদনখানি মলিন হলে,
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

মা পা II গা মা –গমগা | রা –সা –রসা I সণ্‌া –ধ্‌া –া | –া ধ্‌া ণ্‌া I
আ মার্‌ সো না ০০র্‌ বা ০ ০ঙ লা ০ ০ ০ আ মি

I সা সরা –গমা | –গমগা রসা রসা I ণ্‌া সা –া | –রা –া –রগরা I
তো মা০ ০০ ০০য়্‌ ভা০ লো০ বা সি ০ ০ ০ ০

I –সা –া সা | সা সা –া I রমা মা –া | পা পা –া I
০ ০ চি র দি ন্‌ তো০ মা র্‌ আ কা ০

I –া –া সা | সা সা –া I রমা মা –া | পা পা –মা I
০ শ্‌ চি র দি ন্‌ তো০ মা র্‌ আ কা শ্‌

I পা পা –ধণা | ধা পা –মা I পা পা –ধণা | ^{প}ধা পা –া I
তো মা ০র্ বা তা স আ মা ০র্ প্রা ণে ০

I –া –া –া | –া ^{প}র্সা র্সর্রা I ^{ণ}র্সা ণা –া | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ ০ ও মা০ আ মা র্ প্রা ণে ০

I মপা ^{ম}গা –া | মা গমা –পা II
বা০ জা য় বাঁ শি০ ০

–া –া মা গা II {(মা ধা –া | ধা ধা –না I র্সা র্সা –র্রর্গা | র্রা র্সা –র্রর্সা I
০ ০ ও মা ফা গু ০ নে তো র্ আ মে ০র্ ব নে ০০

I না র্সা নধা | –া ধা না I না র্সা –া | –র্রা –র্সর্রর্গা –র্রা I
ঘ্রা ণে ০০ ০ পা গল্ ক রে ০ ০ ০০০ ০

I –র্সা –া –া | –া (না না I না –া –া | র্সা –া –া I
০ ০ ০ ০ ম রি হা ০ ০ ০ ০ য়্

I নর্সা –নর্রা র্সা | ণা ধা –পমা)} I না না | না –র্সা র্সা | র্সা র্সা –র্রা I
হা০ ০য়্ রে ও মা ০০ ও মা অ ০ ঘ্রা ণে তো র্

I ণর্সা ণা –া | ধা পা –মা I পা –ণা ণা | ধা পা –া I
ভ০ রা ০ ক্ষে তে ০ কী ০ দে খে ছি ০

I –া –া –া | –া র্সা র্সর্রা I ণর্রা –া ণা | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ ০ আ মি০ কী০ ০ দে খে ছি ০

I মপা ^{ম}গা –া | মা গমা –পা II
মো ধু র হা সিo o

II –া –া সা | সা রসা –ণ্া I ণ্া –া সরা | সা ণ্ধ্া –া I
০ ০ কী শো ভা০ ০ কী ০ ছা০ য়া গো০ ০

I –া –া ধ্া | ধ্া ধ্া –ণ্া I সা –গা গা | গা গমা –পা I
০ ০ কী স্নে হ ০ কী ০ মা য়া গো০ ০

I –মপমা –গা গমা | গা রসা –রা I গা গা –া | মা পা –ধপা I
০০০ ০ কী০ আঁ চ০ ল্ বি ছা ০ য়ে ছ ০০

I মা গা –রসা | সা গা –া I গা মা –গা | রা সা –রসা I
ব টে ০র্ মূ লে ০ ন দী র্ কূ লে ০০

I ণ্া সা –া | –রা –সরগা –রা I –সা –া –া | –া মা গা I
কূ লে ০ ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ মা তোর্

I{ মা ধা –া | ধা ধা –না I র্সা র্সা –র্রর্গা | র্রা র্সা –র্রর্সা I
মু খে র্ বা ণী ০ আ মা ০র কা নে ০০

I না র্সা –নধা | –া ধা না I না র্সা –া | –র্রা –র্সর্রর্গা –র্রা I
লা গে ০০ ০ সু ধার্ ম তো ০ ০ ০০০ ০

I –র্সা –া –া | –া (না না I না –া –া | –র্সা –া –া I
০ ০ ০ ০ ম রি হা ০ ০ ০ ০ য়্

I নর্সা –নর্রা র্সা | ণা ধা –পমা)} I না না | না না র্সা | র্সা র্সা –র্রা I
হা০ ০য়্ রে মা তো ০র্ মা তোর্ ব দ ন্ খা নি ০

I ণর্সা ণা –া | ধা পা –মা I পা পা –ধণা | ণধা পা –া I
ম০ লি ন্ হ লে ০ আ মি ০০ ন০ য় ০

I –া –া –া | –া র্সা র্সরা I ণর্সা ণা –া | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ ন্ ও মা০ আ০ মি ০ ন য় ন্

I মপা [ম]গা –া | মা গমা –পা II II
জ০ লে ০ ভা সি০ ০

শহিদ দিবসের গান

কথা : আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
সুর : শহিদ আলতাফ মাহমুদ
তাল : দাদরা

বাঙালি মায়ের মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে শহিদ বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলেছিলেন। তাঁদের সেই আন্দোলন আর আত্মত্যাগের ফলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার সম্মান আদায় করে নিতে পেরেছিল। আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পেছনে আছে সেদিনের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহিদদের দেশপ্রেম। আজো আমরা প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে স্মরণ করি সেই ভাইদের। স্মরণ করি আমাদের মায়ের শোকের অশ্রুধোয়া ঐ দিনটিকে। বাংলা ভাষা প্রেমিকভাইদের রক্তে রঞ্জিত এই একুশে ফেব্রুয়ারি চিরস্মরণীয়। বছর বছর সেই দিন আমাদের কাছে নতুন হয়ে ফিরে আসে স্বজন হারানোর শোক বহন করে। বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার অমর স্মৃতি হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র নিয়ে রচিত হয়েছে এই গানটি। আরও খানিকটা অংশও সুরে গাওয়া হয়। কিন্তু এখানে যে চরণ দেওয়া হয়েছে, সেটুকুই ফিরে ফিরে গাওয়া হয় একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এ গানে সুর দিয়েছিলেন শহিদ আলতাফ মাহমুদ। তিনিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যান।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত এই গানটি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জানা উচিত। গানটি শোকের কান্নার মতো একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে প্লাবিত করে। ধীর লয়ের এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদ্‌রা তালে নিবদ্ধ।

ফেব্রুয়ারি উচ্চারণে ইংরেজি ‘f’–এর উচ্চারণ বজায় রাখা হয়। ‘রাঙানো’ শব্দটিকে ‘রাংগানো’ বলা হয় না। গানের বাণীতে ‘ভ’, ‘ছ’, ‘ড়’ ধ্বনিগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

II {	সগা	গা	–া	|	গা	গা	–া	I	গা	–মরা	রসা	|	সধ্া	ধ্প্া	প্া	I
	আ	মা	র		ভাই	য়ে	র		র	০ক্	তে০		রা০	ঙা০	নো	

I	প্া	প্রা	রা	|	রা	–া	গরসা	I	রগা	গা	–া	|	–া	–া	–া	I
	এ	কু০	শে		ফে	ব	ব্রু০০		য়া০	রি	০		০	০	০	

I	প্া	প্গা	গরা	|	রা	রা	রগা	I	রসা	–া	–া	|	সা	–া	–া	} II
	আ	মি০	কি০		ভু	লি	তে০		পা০	০	০		রি	০	০	

II {	রমা	মা	মা	|	মা	মা	মা	I	মপা	পধাঃ	–গঃ	|	গা	–া	গা	I
	ছে০	লে	হা		রা	শ	ত		মা০	য়ে০	র্		অ	শ্	রু	

I	গা	গমা	রা	|	রা	–া	সন্া	I	ন্রা	রা	–া	|	–া	–া	–া	I
	গ	ড়া০	এ		ফে	ব	ব্রু০		য়া০	রি	০		০	০	০	

I	প্া	প্গা	গরা	|	রা	রা	রগা	I	রসা	–া	–া	|	সা	–া	–া	} II
	আ	মি০	কি০		ভু	লি	তে০		পা০	০	০		রি	০	০	

II	গপা	পা	–া	|	পধা	পা	–া	I	পধা	পা	–া	|	পধা	–গা	গা	I
	আ০	মা	র		সো০	না	র		দে০	শে	র্		র০	ক্	তে	
I	মধা	ধা	ধা	|	ধা	–া	নধপা	I	ধনা	না	–া	|	–া	–া	–া	I
	রা০	ঙা	নো		ফে	ব	রু০০		য়া০	রি	০		০	০	০	
I	না	না	না	|	না	নর্সা	ধা	I	নর্সা	র্সা	–া	|	–া	–া	–া	II II
	আ	মি	কি		ভু	লি০	তে		পা০	রি	০		০	০	০	

বিশ্বসংগীত

মূল সুর : বিশ্ব সংগীত “We shall overcome”

তাল : কাহার্‌বা

বিশ্বের শিশুদের মাঝে একটি ইংরেজি ভাষার গান প্রচলিত। সেই গানটির বাংলা হলো “আমরা করব জয়”। বিশ্বায়নের এই যুগে সমগ্র পৃথিবীটাই যেন একটি ‘বিশ্বপল্লী’ এবং এই পৃথিবীর সব শিশুই এক এবং তারা সবাই একত্র হয়ে তাদের সমস্ত বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করার চেষ্টা করবে। এখন তারা আর একা নয়, তাই তারা আর কোনো কিছুকেই ভয় পায় না– তারা সবকিছুকে জয় করবেই।

এই গানটি সব শিশুকে একাত্ম হতে উদ্বুদ্ধ করে– তা শুধু নিজের দেশেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর শিশুদের সাথে। “We shall overcome” মূল বিশ্বসংগীতের বাংলা অনুবাদ এই গানটি। মূল গানের সুরে এই গানটি গীত হয়। এই গানটি ৪ + ৪ = ৮ মাত্রা কাহার্‌বা তালে নিবদ্ধ।

আমরা করব জয়
আমরা করব জয় একদিন
ওহো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি
যে আমরা করব জয় একদিন॥

আমরা নই একা
আমরা নই একা আজকে
ওহো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি
যে আমরা করব জয় একদিন॥

আমদের নেই কোনো ভয়
আমাদের নেই কোনো ভয় আজকে
ওহো বুকের গভীরে আমরা জেনেছি
যে আমরা করব জয় একদিন ॥

II {পা পা ধা ধা | পা –াঃ –মঃ –গা I পা পা ধা ধা | পা –াঃ –মঃ –গা I

আম্ রা কর বো | জ ০ ০ য় আম্ রা কর বো জ ০ ০ য়

I পা পা ধা না | র্সা –া র্রা –া I না –া –ধা –নধা | –পা –া ধা না I

আম্ রা কর বো | জ য় এ ক্ দি ০ ০ ০০ ০ ন ও হো

I র্সা র্সা না ধা | পা –া –া –া I ধা ধা পা মা | গা –া –া মা I

বু কের্ গ ভী | রে ০ ০ ০ আম্ রা জে নে ছি ০ ০ যে

I পা পা রা মা | গা –া রা –গরা I সা –া –া –া | –া –া –া –া }II

আম রা কর্ ব | জ য় এ ০ক্ দি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

II পা পা ধা ধা | পা –াঃ মঃ –গা I পা পা ধা ধা পা –াঃ মঃ –গা I

আম্ রা নই এ | কা ০ ০ ০ আম্ রা নই এ কা ০ ০ ০

I পা পা ধা না | র্সা –া র্রা –া I না –া –ধা –নধা | –পা –া ধা না I

আম্ রা নই এ | কা ০ আ জ্ কে ০ ০ ০০ ০ ০ ও হো

I র্সা র্সা না ধা | পা –া –া –া I ধা ধা পা মা | গা –া –া মা I

বু কের্ গ ভী | রে ০ ০ ০ আম রা জে নে ছি ০ ০ যে

I পা পা রা মা | গা –া রা –গরা I সা –া –া –া | –া –া –া –া II

আম্ রা কর্ ব | জ য় এ ০ক্ দি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

II পপা –পা ধা ধধা | পা –াঃ –মঃ –গা I পপা –পা ধা ধধা | পা –াঃ –মঃ –গা I

আমা দের নেই কোন | ভ ০ ০ য় আমা দের নেই কোন ভ ০ ০ য়

I পপা –পা ধা ননা | র্সা –া র্রা –া I না –া –ধা –নধা | –পা –া ধা না I

আমা দের নেই কোন | ভ য় আ জ কে ০ ০ ০০ ০ ০ ও হো

I র্সা র্সা না ধা | পা –া –া –া I ধা ধা পা মা | গা –া –া মা I
বু কের্ গ ভী রে ০ ০ ০ আম্ রা জে নে ছি ০ ০ যে

I পা পা রা মা | গা –া রা –গরা I সা –া –া –া | –া –া –া –া II II
আম্ রা কর্ ব জ য় এ ০ক্ দি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

উদ্দীপনামূলক গান (রণসংগীত)

কথা ও সুর : কাজী নজরুল ইসলাম
তাল : দাদরা

একাত্তর সালে স্বাধীনতা অর্জন করার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই গানখানিকে রণসংগীত হিসেবে গ্রহণ করে। মার্চের সুরে সৈনিকদের পা ফেলবার তালে তালে গানখানি বাঁধা। সহজ তালের এই গানটি গাইতে হবে দৃপ্ত ঢঙে। তরুণদের জয়যাত্রার গান গাইবার জন্য উচ্চারণে বলিষ্ঠতা আর ছন্দের ঝোঁকে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার চেষ্টা থাকতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সব বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে অগ্রসর হবার শপথে পূর্ণ এই গানটির পদক্ষেপ।

গানটি শেখানোর পর স্কুলের মাঠে ছাত্র–ছাত্রীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তালে তালে পা ফেলে গানটি গাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তালে তালে গানটি গেয়ে তারপর মার্চ করে মাঠ পরিক্রমা করে গাইলে গানটির ভিতরের বলিষ্ঠতা শিক্ষার্থীরা অনুভব করতে পারবে। তালটিও ভালোভাবে রপ্ত হবে। এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে নিবদ্ধ।

এই গানটিতে 'আঘাত', 'প্রভাত', 'বাধার বিন্ধ্যাচল', 'ভাঙরে ভাঙ্' অংশগুলোর 'ঘ', 'ভ' ও 'ধ' ধ্বনিগুলোকে যেন কিছুতেই 'দ', 'ব', 'দ' বলা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। 'মহাশ্মশান' শব্দের 'শ্ম' উচ্চারণে একই সঙ্গে নাক আর মুখ দিয়ে বাতাস বের করে 'শ' বলতে হবে। 'আহ্বান' শব্দটি 'আওভান' উচ্চারণ করতে হবে। 'ভ'–এর উচ্চারণ এখানে ইংরেজি 'V'–এর মতো।

চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ্
বাহুতে নবীন বল্

চল্‌রে নওজোয়ান, শোন্‌রে পাতিয়া কান্
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ্ আগল্
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্‌রে চল্‌রে চল্ ॥

II	প্সা	–া	–া		প্সা	–া	–া	I	প্সা	–া	–া	|	–া	–া	–া	I
	চ০	০	ল্		চ০	০	ল্		চ০	০	ল্		০	০	০	
I	সা	–গা	গা	|	সা	গা	গা	I	সা	গা	গা	|	মা	–া	গা	I
	উ	০	র্ধ্ব		গ	গ	নে		বা	জে	মা		দ	০	ল	
I	ন্া	রা	রা	|	ন্া	রা	রা	I	ন্া	রা	রা	|	গা	–সা	–া	I
	নি	ম্	নে		উ	ত	লা		ধ	র	নী		ত	০	ল	
I	সা	গা	গা	|	সা	গা	গা	I	গা	গা	মা	|	পা	–া	–া	I
	অ	রু	ণ		প্রা	তে	র্		ত	রু	ণ		দ	০	ল	
I	ধা	–পা	মা	|	গা	–রা	গা	I	সা	–া	–া	|	–া	–া	–া	II
	চ	ল্	রে		চ	ল্	রে		চ	০	০		০	০	ল	

II	র্সা	র্সা	া	|	র্সা	র্সা	র্সা	I	না	না	ণা	|	না	–ধা	–া	I
	উ	ষা	র		দু	য়া	রে		হা	নি	আ		ঘা	০	ত	
I	ধা	ধা	দা	|	ধা	ধা	দা	I	ধা	ধা	দা	|	ধা	–নধা	–া	I
	আ	ম	রা		আ	নি	ব		রা	ঙা	প্র		ভা	০০	ত	
I	পা	পা	হ্মা	|	পা	পা	হ্মা	I	পা	পা	হ্মা	|	ধপা	–হ্মপা	–া	I
	আ	ম	রা		টু	টা	ব		তি	মি	র		রা০	০০	ত্	
I	মা	গা	–রা	|	গা	–পা	মা	I	গা	–া	–া	|	–া	–া	–া	I
	বা	ধা	র		বি	ন্	ধ্যা		চ	০	০		০	০	ল্	
I	মা	মা	মা	|	মা	মা	–া	I	মা	মা	মা	|	মা	–া	–া	I
	ন	ব	ন		বী	নে	র্		গা	হি	য়া		গা	০	ন	
I	গা	গা	–পা	|	মা	গা	গা	I	গা	গা	গা	|	গা	–া	–া	I
	স	জী	ব		ক	রি্	ব		ম	হা	শ্ম		শা	০	ন	
I	গা	মা	গা	|	রা	রা	রা	I	রা	রা	ঋা	|	গরা	–া	–া	I
	আ	ম	রা		দা	নি	ব		ন	তু	ন		প্রা০	০	ণ	
															–া	
I	প্া	ধ্া	ন্া	|	সা	গা	রা	I	সা	–া	–া	|	–া	–া	(–মা)	I
	বা	হু	তে		ন	বী	ন		ব	০	০		০	০	ল্	
I	র্সা	–র্গা	র্রা	|	র্সা	–া	না	I	র্সা	–া	–া	|	–া	–া	না	I
	চ	ল্	রে		নৌ	০	জো		য়া	০	০		০	০	ন্	

–া

I না –া ণা | না না ণা I না –া –া | –া –া (–র্সা) I
শো ন্ রে পা তি য়া কা ০ ০ ০ ০ ন্

I র্সা –া র্সা | ধা ধা ধা I র্রা র্সা র্সা | ধা পা পা I
মৃ ০ ত্যু তো র ণ্ দু য়া রে দু য়া রে

I গা পা গা | –রা রা –া I সা –া –া | –া –া –মা I
জী ব নে র্ আ ০ হবা ০ ০ ০ ০ ন্

I মা –া মা | মা –া মা I মা –া –া | –া –া –া I
ভা ঙ্ রে ভা ঙ্ আ গ ০ ০ ০ ০ ল্

I (গা –া গা | রা –া পা I সা –া –া | –া –া –মা) I
চ ল্ রে চ ল্ রে চ ০ ০ ০ ০ ল্

I গা –া গা | রা –া রা I সা –া –া | –া –া –া II
চ ল্ রে চ ল্ রে চ ০ ০ ০ ০ ল্

I র্সা র্সা না ধা | পা –া –া –া I ধা ধা পা মা | গা –া –া মা I
বু কের্ গ ভী রে ০ ০ ০ আম্ রা জে নে ছি ০ ০ যে

I পা পা রা মা | গা –া রা –গরা I সা –া –া –া | –া –া –া –া II II
আম্ রা কর্ ব জ য় এ ০ক্ দি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

দেশাত্মবোধক গান

কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
তাল : দাদ্‌রা

জন্মভূমির নিসর্গরূপ এই গানটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। জন্মভূমি সকল দেশের সেরা। জন্মভূমির মতো দেশ পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ দেশ যেন স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। পাখির কলকাকলি, নদীর কলতান, হলুদে মাখা ধানের ক্ষেত, ফুলেফলে ভরা গাছগাছালি সবকিছুই এ দেশের রূপের প্রকৃত নিদর্শন। মা ও ভাইয়ের স্নেহমাখা এ দেশে জন্মগ্রহণ করে যেন আমরা ধন্য। শিক্ষার্থীদের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই গানটি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই গানটি গাইবার সময় উচ্চারণের দিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ‘দেশ’ কে ‘দ্যাশ্’ বলা চলবে না। ‘তড়িৎ’ ও ‘পাহাড়’ উচ্চারণে জিভের পাতায় উল্টো দিক দিয়ে উপরের মাড়িতে আঘাত করে ‘ড়’ বলতে হবে। ‘ফুল’ উচ্চারণের সময় দুটো ঠোঁট মিলিয়ে ‘ফ’ বলতে হবে। চ, ছ, জ, য উচ্চারণের সময় উপরের দাঁতের মাড়ি ভালোমতো চেপে বাতাসের পথ আটকিয়ে নিতে হবে। ‘ধ’, ‘ভ’, ‘ঝ’, ‘ঢ’ উচ্চারণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এগুলো ‘দ’, ‘ব’, ‘জ’, বা ‘ড’–এর মতো না শোনায়। ‘বক্ষে’ উচ্চারণটি ‘বোক্‌খে’ করতে হবে।

ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রাণি সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি ॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িত্ এমন কালো মেঘে

ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রাণি সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি ॥

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিত্ ক্ষেত্র আকাশ্ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রাণি সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি ॥

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখি, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রাণি সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি ॥

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে, সকল দেশের রাণি সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি ॥

II	সা	সা	–া	|	সমা	–া	মা	I	$^{\text{স}}$মা	–া	মা	|	$^{\text{গ}}$মা	–া	মা I
	ধ	ন	০		ধা০	০	ন্য		পু	০	ষ্প		ভ	০	রা
I	মা	মগা	–পা	|	পা	পা	–া	I	পা	পা	–া	|	$^{\text{প}}$মা	গা	–া I
	আ	মা০	০		দের্	এ	ই		ব	সু	ন্		ধ	রা	০
I	মা	মা	–া	|	ধা	ধা	–া	I	ধর্সা	ণা	–া	|	ধা	পমা	–গা I
	তা	হা	র		মা	ঝে	০		আ০	ছে	০		দেশ্	এ০	ক্
I	মা	মা	–া	|	ধা	পা	–ণা	I	ণা	ধা	–া	|	–া	ধা	ধা I
	স	ক	ল		দে	শে	র		সে	রা	০		০	ও	সে
I	ধা	র্সা	র্সা	|	ণা	ধা	–া	I	পা	–ধা	পা	|	মা	গা	–া I
	স্ব	প্	ন		দি	য়ে	০		তৈ	০	রি		সে	দে	শ্
I	সা	গা	–া	|	মা	পা	–ধপা	I	মগা	মা	–া	|	–া	–া	–া I
	স্মৃ	তি	০		দি	য়ে	০০		ঘে০	রা	০		০	০	০
I	ধর্সা	র্সা	–া	|	র্সা	–া	র্সা	I	র্সর্রা	র্সাঃ	ণঃ	|	ণা	ধা	–া I
	এ০	ম	ন্		দে	শ্	টি		কো০	থা	ও		খুঁ	জে	০
I	পধা	পা	–া	|	ধা	পধা	–ণা	I	ণা	ণা	–া	|	–া	ণা	ণা I
	পা০	বে	০		না	কো০			তু	মি	০		০	ও	সে
I	ণর্রা	র্সা	–া	|	ণা	ধা	–া	I	পা	–ধা	পা	|	মা	গা	–া I
	স০	ক	ল্		দে	শে	র্		রা	০	ণী		সে	যে	০

I সা সগা –া | মা –মর্রা র্রা I র্রা র্রা –া | –া র্সর্রা র্সা I

আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা –ণা | পধা –ণা ণা I ণরা রা –া | –া রা গা I

আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা –া | মা –ধা পা I মগা মা –া | –া –া –া II

আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

II সা –া সা | সমা –া মা I মা মা –া | মা মা –া I

চ ০ ন্দ্র সূ র্ য গ্র হ ০ তা রা ০

I মা মগা –পা | পা পা –া I পা পা –া | ন্ধা ধপা –া I

কো থা০ য় উ জ ল্ এ ম ন্ ধ রা০ ০

I মা মা –া | ধা ধা –া I ধর্সা ণা –া | ধা পমা –গা I

কো থা য় এ ম ন্ খে০ লে ০ ত ড়ি০ ত্

I মা মা –া | ধা পা –ণা I ণা ধা –া | –া ধা –া I

এ ম ন্ কা লো ০ মে ঘে ০ ০ ও তার্

I ধর্সা র্সা –া | ণা ধা –া I ধপা ধা পা | মা গা –া I

পা০ খি র ডা কে ০ ঘু০ মি য়ে উ ঠি ০

I সা গা –া | মা পা –ধপা I মগা মা –া | –া –া –া I

পা খি র ডা কে ০০ জে০ গে ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা I র্সর্রা র্সাঃ ণঃ | ণা ধা -া I
এ০ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পধা পা -া | ধা পধা -ণা I ণা ণা -া | -া ণা ণা I
পা০ বে ০ না কো০ ০ তু মি ০ ০ ও সে

I ণর্রা র্সা -া | ণা ধা -া I পা -ধা পা | মা গা -া I
স০ ক ল্ দে শে র্ রা ০ ণী সে যে ০

I সা সগা -া | মা -মর্রা র্রা I র্রা র্রা -া | -া র্সর্রা র্সা I
আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা -ণা | পধা -ণা ণা I ণরা রা -া | -া রা গা I
আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা -া | মা -ধা পা I মগা মা -া | -া -া -া II
আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

II সা -া সা | ^{স}মা -া মা I মা মা -া | মা মা -া I
এ ০ ত স্নি ০ গ্ধ ন দী ০ কা হা র

I মা মগা -পা | পা পা -া I পা -া পা | পম্মা পা -া I
কো থা০ য় এ ম ন্ ধূ ০ ম্র পা০ হা ড়

I মা মা -া | ^{ম}ধা ধা -া I ধর্সা ণা -া | ধা -া ^{প}মগা I
কো থা য় এ ম ন্ হ০ রি ত্ ক্ষে ০ ত্র০

I মা মা –া | ধা পা –ণা I ণা ধা –া | –া ধা ধা I

আ কা শ্ ত লে ০ মে শে ০ ০ এ মন্

I $^{\text{ধ}}$র্সা র্সা –া | ণা ধা –ণা I পা ধা পা | মা গা –া I

ধা নে র্ উ প র্ ঢে উ খে লে যা য়্

I সা গা –া | মা পা –ধপা I মগা মা –া | –া –া –া I

বা তা স্ কা হা ০র্ দে০ শে ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা –া | র্সা –া র্সা I র্সর্রা র্সাঃ ণঃ | ণা ধা –া I

এ০ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পধা পা –া | ধা পধা –ণা I ণা ণা –া | –া ণা ণা I

পা০ বে ০ না কো০ ০ তু মি ০ ০ ও সে

I ণর্রা র্সা –া | ণা ধা –া I পা –ধা পা | মা গা –া I

স০ ক ল্ দে শে র্ রা ০ ণী সে যে ০

I সা সগা –া | মা –মর্রা র্রা I র্রা র্রা –া | –া র্সর্রা র্সা I

আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা –ণা | পধা –ণা ণা I ণরা রা –া | –া রা গা I

আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা –া | মা –ধা পা I মগা মা –া | –া –া –া II

আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

II সা –া সা | [স]মা –া মা I মা মা –া | মা মা –া I
পু ষ্ পে পু ষ্ পে ভ রা ০ শা খী ০

I মা –গা পা | পা –া পা I পা পা –া | পক্ষা পা –া I
কু ন্ জে কু ন্ জে গা হে ০ পা০ খি ০

I [প]মা –া মা | ধা ধা –া I ধর্সা ণা –া | ধা পমা –গা I
গু ন্ জ রি য়া ০ আ০ সে ০ অ লি০ ০

I মা –া মা | ধা –পা ণা I ণা ধা –া | –া ধা ধা I
পু ন্ জে পু ন্ জে ধে য়ে ০ ০ তা রা

I [ধ]র্সা র্সা –া | ণা ধা –ণা I পা ধা পা | মা গা –া I
ফু লে র্ উ প র্ ঘু মি য়ে প ড়ে ০

I সা গা –া | মা পা –ধপা I মগা মা –া | –া –া –া I
ফু লে র্ ম ধু ০০ খে০ য়ে ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা –া | র্সা –া র্সা I র্সর্রা র্সাঃ ণঃ | ণা ধা –া I
এ০ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পধা পা –া | ধা পধা –ণা I ণা ণা –া | –া ণা ণা I
পা০ বে ০ না কো০ ০ তু মি ০ ০ ও সে

I ণর্রা র্সা –া | ণা ধা –া I পা –ধা পা | মা গা –া I
স০ ক ল্ দে শে র্ রা ০ ণী সে যে ০

I সা সগা -া | মা -মর্রা র্রা I র্রা র্রা -া | -া র্সর্রা র্সা I

আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা -ণা | পধা -ণা ণা I ণরা রা -া | -া রা গা I

আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা -া | মা -ধা পা I মগা মা -া | -া -া -া II

আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

II সা -া সা | $^{\text{স}}$মা -া মা I $^{\text{স}}$মা মা -া | মা মা -া I

ভা য়ে র্ মা য়ে র্ এ ত ০ স্নে হ ০

I মা মগা -পা | পা পা -া I পা পা -া | পমা ধপা -া I

কো থা০ য়্ গে লে ০ পা বে ০ কে০ হ০ ০

I মা মা -া | ধা ধা -া I ধর্সা ণা -া | ধা পমা -গা I

ও মা ০ তো মা র্ চ০ র ণ্ দু টি০ ০

I মা -া মা | ধা পা -ণা I ণা ধা -া | -া ধা ধা I

ব ০ ক্ষে আ মা র্ ধ রি ০ ০ আ মার্

I ধা -র্সা র্সা | ণা ধা -ণা I পা -ধা পা | মা গা -া I

এ ই দে শে তে ০ জ ন্ ম যে ন ০

I সা -া গা | মা পা -ধপা I মগা মা -া | -া -া -া I

এ ই দে শে তে ০০ ম০ রি ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা –া | র্সা –া র্সা I র্সর্রা র্সাঃ ণঃ | ণা ধা –া I
এ০ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পধা পা –া | ধা পধা –ণা I ণা ণা –া | –া ণা ণা I
পা০ বে ০ না কো০ ০ তু মি ০ ০ ও সে

I ণর্রা র্সা –া | ণা ধা –া I পা –ধা পা | মা গা –া I
স০ ক ল দে শে র্ রা ০ ণী সে যে ০

I সা সগা –া | মা –মর্রা র্রা I র্রা র্রা –া | –া র্সর্রা র্সা I
আ মা০ র্ জ ০ন্ ম ভূ মি ০ ০ সে০ যে

I ণা ধা –ণা | পধা –ণা ণা I ণরা রা –া | –া রা গা I
আ মা র্ জ০ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ সে যে

I সা গা –া | মা –ধা পা I মগা মা –া | –া –া –া II II
আ মা র্ জ ন্ ম ভূ০ মি ০ ০ ০ ০

প্রাথমিক স্তরের শিখন–শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন

চতুর্থ শ্রেণি

শিখন–শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন

চতুর্থ শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
২. জাতীয় সংগীত গাইতে পারা এবং গাইবার সময় সম্মান প্রদর্শন করতে পারা।	২.১ জাতীয় সংগীত আভোগ পর্যন্ত গাইতে পারা। ২.২.৩ জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।	২.১.১ জাতীয় সংগীত আভোগ পর্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.১.২ জাতীয় সংগীত আভোগ পর্যন্ত সুরে ও তালে গাইতে পারবে। ২.৩.১ জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা দেখাতে পারবে।	**১ম পাঠ :** শিক্ষক বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের লিখিয়ে দেবেন। পরে শিক্ষক আভোগ অংশটি কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ পর্যন্ত আবৃত্তি করবে। এ সময় শিক্ষক জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের বলবেন এবং দেখিয়ে দেবেন। **২য় পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ অংশ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। এরপর শিক্ষক জাতীয় সংগীতের আভোগ অংশটি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার গাইবেন। এ সময় তিনি জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা আবারও শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে দেবেন।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৩য় পাঠ : পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ অংশ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার গাইবেন। এ সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা আভোগ সুর ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে তাদের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সুরে আভোগ অংশ গাইতে বলবেন। তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও আভোগ অংশটি গাইবে। এ সময় শিক্ষক জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা পুনরায় দেখিয়ে দেবেন। **৪র্থ পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের আভোগ আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
				জাতীয় সংগীতের আভোগ ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার জাতীয় সংগীতের আভোগ গাওয়াবেন। এ সময় তিনি জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তাও শিক্ষার্থীদের দেখাতে বলবেন।
৩. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' শহিদ দিবসের গান গাইতে পারা।	৩.১ শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরা অর্থাৎ 'আমারা সোনার দেশের রক্তে রাঙা........... আমি কি ভুলিতে	৩.১.১ শহিদ দিবসের গানের প্রথম অন্তরা পর্যন্ত অর্থাৎ 'আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙা.... ভুলিতে পারি'	৫ম পাঠ : শিক্ষক শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরা অর্থাৎ 'আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙা........... ভুলিতে পারি' পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের লিখিয়ে দেবেন। এরপর শিক্ষক বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরা পর্যন্ত আবৃত্তি করবেন।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
	পারি' পর্যন্ত গাইতে পারবে।	পর্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে। ৩.১.২ শহিদ দিবসের গান দ্বিতীয় অন্তরা পর্যন্ত সুরে ও তালে গাইতে পারবে।	**৬ষ্ঠ পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক শহিদ দিবসের গানের প্রথম অন্তরা সুরে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের তার সাথে বেশ কয়েকবার গাওয়াবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরার সুর ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদের ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালভাবে শহিদ দিবসের গানের প্রথম অন্তরা আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে ওই অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও সুরে শহিদ দিবসের গানের ওই অংশটি গাইবে। **৭ম পাঠ :** **মূল্যায়ন**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরা আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা শহিদ দিবসের গানের প্রথম

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
৪. বিশ্ব সংগীত গাইতে পারা।	৪.১ 'আমরা করবো জয় সম্পূর্ণ বিশ্ব সংগীতটি শুনবে,আবৃত্তি করবে এবং গাইতে পারবে।	৪.১.১ বিশ্বসংগীতটির সাথে পরিচিত হবে। ৪.১.২ বিশ্বসংগীতটি শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে। ৪.১.৩ বিশ্বসংগীতটির স্থায়ী এবং অন্তরা সুরে ও তালে গাইতে পারবে।	**৮ম পাঠ :** শিক্ষক বিশ্বসংগীত 'আমরা করব জয়'–এর সম্পূর্ণ অংশটি শিক্ষার্থীদের লিখিয়ে দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লেখা গান ঠিক হয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখবেন। এরপর তিনি বিশ্বসংগীত সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন । **৯ম পাঠ :** শিক্ষক পাঠের শুরুতে বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ বেশ কয়েকবার কবিতার আকারে তালে তালে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ তালে তালে আবৃত্তি করবে।	অন্তরা ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার সুরে শহিদ দিবসের গানের দ্বিতীয় অন্তরা গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১০ম পাঠ : শিক্ষক পাঠের শুরুতে বিশ্বসংগীত 'আমরা করব জয়'–এর সম্পূর্ণ অংশ কবিতার আকারে তালে তালে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ তালে তালে আবৃত্তি করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদেরকে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা তালে তালে ওই অংশটি আবৃত্তি করবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও তালে তালে বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশটি আবৃত্তি করবে। **১১তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে কবিতার আকারে আবৃত্তি করানো বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশটি আলাদা আলাদাভাবে তালে তালে

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১২তম পাঠ : শিক্ষক এই পাঠে বিশ্বসংগীত 'আমরা করব জয়' –এর সম্পূর্ণ অংশ শিক্ষার্থীদের সুরে এবং তালে গেয়ে শোনাবেন। পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ বেশ কয়েকবার তালে তালে গাইবেন। পরে তিনি বিশ্বসংগীত রচনার প্রেক্ষাপট শিক্ষার্থীদের বর্ণনা করবেন। **১৩তম পাঠ :** শিক্ষক পাঠের শুরুতে বিশ্বসংগীত 'আমরা করব জয়' –এর সম্পূর্ণ অংশ তালে তালে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ তালে তালে গাইবে। পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বসংগীতটি কয়েকবার গাওয়াবেন।	আবৃত্তি করতে বলবেন। যারা বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ ঠিকমতো আবৃত্তি করতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং নিজের সাথে আরও কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১৪তম পাঠ : শিক্ষক পাঠের শুরুতে বিশ্বসংগীত 'আমরা করব জয়' –এর সম্পূর্ণ অংশ তালে তালে শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ তালে তালে গাইবে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশের সুর ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদের ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশের সুর আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা তালে তালে ওই অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও তালে তালে বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ গাইবে। **১৫তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ আলাদা আলাদাভাবে তালে তালে গাইতে বলবেন। যারা বিশ্বসংগীতের সম্পূর্ণ অংশ

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
৭. উদ্দীপনামূলক গান গাইতে পারা।	৭.১ উদ্দীপনামূলক গান 'চল্ চল্ চল্' গানটি শুনবে, আবৃত্তি করতে পারবে এবং গাইতে পারবে।	৭.১.১ 'চল্ চল্ চল্' উদ্দীপনামূলক গানটির সাথে পরিচিত হবে। ৭.১.২ উদ্দীপনামূলক গান 'চল্ চল্ চল্' তালে তালে শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে।	**১৬ তম পাঠ :** শিক্ষক পাঠের শুরুতে তৃতীয় শ্রেণিতে লেখা রণসংগীত বা উদ্দীপনামূলক গানের সম্পূর্ণ অংশটি শিক্ষার্থীদের খাতায় আছে কিনা তা যাচাই করে দেখবেন। প্রয়োজনে তিনি শিক্ষার্থীদের রণসংগীত বা উদ্দীপনামূলক গানের সম্পূর্ণ অংশটি আবার লিখিয়ে দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লেখা গান ঠিক হয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখবেন। এরপর তিনি রণসংগীত বা উদ্দীপনামূলক গান রচনার ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন ।	ঠিকমতো গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং নিজের সাথে আরও কয়েকবার সুরে ও তালে তালে বিশ্বসংগীতটি গাওয়াবেন। এই পাঠে তিনি বিশ্বসংগীত রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
		৭.১.৩ উদ্দীপনামূলক গান ‘চল্ চল্ চল্’ সুরে ও তালে গাইতে পারবে।	**১৭তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক রণসংগীত বা উদ্দীপনামূলক গানের স্থায়ী অংশ ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। যেহেতু গানটির স্থায়ী অংশ ইতিপূর্বে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে শেখা হয়েছে সেহেতু স্থায়ী অংশের আবৃত্তি খুব সহজেই শিক্ষার্থীরা করতে পারবে। তিনি এই পাঠে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনামূলক গানের তাল, ছন্দ ও লয় সম্পর্কে ধারণা দেবেন। **১৮তম পাঠ :** এই পাঠে শিক্ষক রণসংগীত বা উদ্দীপনামূলক গানের স্থায়ী অংশ বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদেরকে সাথে নিয়ে গাইবেন। যে সকল শিক্ষার্থী গানের স্থায়ী অংশের সুর ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে চিহ্নিত করে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং তাদের গাইতে বলবেন। তাদের সাথে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার উদ্দীপনামূলক গানের স্থায়ী অংশটি ছন্দে ছন্দে গাইবে।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১৯তম পাঠ : শিক্ষক পাঠের শুরুতে উদ্দীপনামূলক গানের স্থায়ী অংশ সুর ও তালের সাথে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। তিনি পরে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনামূলক গানের অন্তরার অংশটিও গেয়ে শোনাবেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরও তার সাথে উদ্দীপনামূলক গানের অন্তরার অংশটি গাইতে বলবেন। বেশ কয়েকবার গাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা উদ্দীপনামূলক গানের অন্তরার অংশটি আয়ত্ত করতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। যারা উদ্দীপনামূলক গানের অন্তরার অংশটি আয়ত্ত করতে পারেনি তাদের নিয়ে আরও কয়েকবার গাইবেন। **২০তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক উদ্দীপনামূলক গানের স্থায়ী ও অন্তরার অংশ সুর ও তালের সাথে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। তিনি পরে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনামূলক গানের স্থায়ী ও অন্তরা অংশের সুর তার সাথে গাইতে বলবেন। বেশ কয়েকবার গাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা উদ্দীপনামূলক গানের অন্তরার অংশ	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। যারা উদ্দীপনামূলক গানের অন্তরার অংশ ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে চিহ্নিত করে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং তাদের গাইতে বলবেন। তাদের সাথে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার অংশ দুইটি গাইবে। **২১তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দীপনামূলক গানের স্থায়ী ও অন্তরার অংশ আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা উদ্দীপনামূলক গানের স্থায়ী ও অন্তরার অংশ ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার সুরে

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			২২তম পাঠ : এই পাঠে শিক্ষক রণসংগীত বা উদ্দীপনামূলক গানের সঞ্চারীর অংশটি সুরে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে বেশ কয়েকবার উদ্দীপনামূলক গানের সঞ্চারীর অংশটি ছন্দে ছন্দে গাইবেন। **২৩তম পাঠ :** শিক্ষক পাঠের শুরুতে উদ্দীপনামূলক গানের সঞ্চারীর অংশটি সুর ও তালের সাথে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। তিনি পরে উদ্দীপনামূলক গানের সঞ্চারীর অংশটি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে গাইবেন। বেশ কয়েকবার গাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা উদ্দীপনামূলক গানের সঞ্চারীর অংশটি আয়ত্ত করতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। যারা উদ্দীপনামূলক গানের সঞ্চারীর অংশটি আয়ত্ত করতে পারেনি তাদের নিয়ে আরও কয়েকবার অংশটি গাইবেন।	উদ্দীপনামূলক গানের স্থায়ী ও অন্তরা গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			২৪তম পাঠ : পাঠের শুরুতে শিক্ষক উদ্দীপনামূলক গানের সম্পূর্ণ অংশটি সুর ও তালের সাথে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। তিনি পরে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনামূলক গানের সম্পূর্ণ অংশটি সুর ও ছন্দের সাথে তার সাথে গাওয়াবেন। বেশ কয়েকবার গাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা উদ্দীপনামূলক গানের সম্পূর্ণ অংশটি ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। যারা উদ্দীপনামূলক গানের সম্পূর্ণ অংশটি ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে চিহ্নিত করে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং তাদের গাইতে বলবেন। তাদের সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার গানের সম্পূর্ণ অংশটি গাইবে। **২৫তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দীপনামূলক গানের সম্পূর্ণ অংশটি আলাদা আলাদাভাবে গাইতে

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
				বলবেন। যারা উদ্দীপনামূলক গানের সম্পূর্ণ অংশটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার সুরে উদ্দীপনামূলক গানের সম্পূর্ণ অংশটি গাওয়াবেন।
১০. দেশাত্মবোধক গান গাইতে পারা।	১০.১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত ও সুরারোপিত দেশাত্মবোধক গান ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানটির প্রথম তিনটি স্তবক শুনবে, আবৃত্তি করবে এবং শিখবে।	১০.১.১ দেশাত্মবোধক গান ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানটির প্রথম তিনটি স্তবকের সাথে পরিচিত হবে। ১০.১.২ দেশাত্মবোধক গান ‘ধনধান্য	**২৬তম পাঠ :** শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত ও সুরারোপিত দেশাত্মবোধক গান ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের প্রথম তিনটি স্তবক শিক্ষার্থীদের লিখিয়ে দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লেখা স্তবক তিনটি ঠিক হয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখবেন। এরপর তিনি এই দেশাত্মবোধক গানটি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে গানের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করবেন।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
		পুষ্পভরা' গানটির প্রথম তিনটি স্তবক শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে। ১০.১.৩ দেশাত্মবোধক গান 'ধন ধান্য পুষ্পভরা' গানটির প্রথম তিনটি স্তবক সুরে ও তালে গাইতে পারবে	**২৭তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' গানের প্রথম স্তবকটি ক্লাসে কয়েকবার কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের প্রথম স্তবকটি কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। এর পরে তিনি শিক্ষার্থীদের একত্রে গানের প্রথম স্তবকটি কয়েকবার আবৃত্তি করতে বলবেন। তিনি 'ধনধান্য পুষ্পভরা' দেশাত্মবোধক গানটির তাল, ছন্দ ও লয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন। **২৮তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের প্রথম স্তবকটি ক্লাসে কয়েকবার কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের প্রথম স্তবকটি কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা প্রথম স্তবকটি কবিতার আকারে ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারছে সে রকম কয়েকজনকে	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			বাছাই করে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন তাদেরকে স্তবকটি আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের সাথে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের প্রথম স্তবকটি কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। **২৯তম পাঠ :** এই পাঠে শিক্ষক ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের প্রথম স্তবকটি সুর ও ছন্দের সাথে বেশ কয়েক বার গাইবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে এই গানের প্রথম স্তবকটি বেশ কয়েকবার গাইবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নিজেদের ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের প্রথম স্তবকটি কয়েকবার গাইতে বলবেন। **৩০তম পাঠ :** শিক্ষক পাঠের শুরুতে ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের প্রথম স্তবকটি সুর ও তালের সাথে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে গাইবেন। তিনি পরে শিক্ষার্থীদের এই গানটি কয়েকবার গাইতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ‘ধন ধান্য পুষ্প ভরা’ গানের প্রথম স্তবকটি	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			আয়ত্ত করতে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন। যারা 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের প্রথম স্তবকটি আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং তাদের গাইতে বলবেন। তাদের সাথে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের প্রথম স্তবকটি গাইবেন। ৩১ তম পাঠ ঃ মূল্যায়ন	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের প্রথম স্তবকটি আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের প্রথম স্তবকটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৩২তম পাঠ : পাঠের শুরুতে শিক্ষক 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের দ্বিতীয় স্তবকটি ক্লাসে কয়েকবার কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের দ্বিতীয় স্তবকটি কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের একত্রে গানের দ্বিতীয় স্তবকটি কয়েকবার আবৃত্তি করতে বলবেন। তিনি 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' দেশাত্মবোধক গানটির তাল, ছন্দ ও লয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন। **৩৩তম পাঠ :** পাঠের শুরতে শিক্ষক 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' গানের দ্বিতীয় স্তবকটি ক্লাসে কয়েকবার কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের দ্বিতীয় স্তবকটি কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন।	না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার সুরে এই গানের প্রথম স্তবকটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা দ্বিতীয় স্তবকটি কবিতার আকারে ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং তাদের গাইতে বলবেন। তাদের সাথে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের দ্বিতীয় স্তবকটি কবিতার আকারে আবৃত্তি করবে। **৩৪তম পাঠ :** এই পাঠে শিক্ষক ‘ধন ধান্য পুষ্প ভরা’ গানের দ্বিতীয় স্তবকটি সুর ও ছন্দের সাথে বেশ কয়েক বার গাইবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে এই গানের দ্বিতীয় স্তবকটি বেশ কয়েকবার গাইবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নিজেদেরকে ‘ধন ধান্য পুষ্প ভরা’ গানের দ্বিতীয় স্তবকটি কয়েকবার গাইতে বলবেন। **৩৫তম পাঠ :** শিক্ষক পাঠের শুরুতে ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের দ্বিতীয় স্তবকটি সুর ও তালের সাথে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে গাইবেন। তিনি পরে শিক্ষার্থীদের এই গানটি কয়েকবার গাইতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের দ্বিতীয় স্তবকটি আয়ত্ত করতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। যারা ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের দ্বিতীয় স্তবকটি আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং তাদের গাইতে বলবেন। তাদের সাথে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের দ্বিতীয় স্তবকটি গাইবেন। **৩৬তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের দ্বিতীয় স্তবকটি আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের দ্বিতীয় স্তবকটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৩৭তম পাঠ : পাঠের শুরুতে শিক্ষক 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের তৃতীয় স্তবকটি ক্লাসে কয়েকবার কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের তৃতীয় স্তবকটি কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একত্রে গানের তৃতীয় স্তবকটি কয়েকবার আবৃত্তি করতে বলবেন। তিনি 'ধনধান্য পুষ্পভরা' দেশাত্মবোধক গানটির তাল, ছন্দ ও লয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন। **৩৮তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের তৃতীয় স্তবকটি ক্লাসে কয়েকবার কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকবার 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানের তৃতীয় স্তবকটি	তাদের বেশ কয়েকবার সুরে এই গানের দ্বিতীয় স্তবকটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা তৃতীয় স্তবকটি কবিতার আকারে ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং তাদেরকে গাইতে বলবেন। তাদের সাথে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের তৃতীয় স্তবকটি কবিতার আকারে আবৃত্তি করবে। **৩৯তম পাঠ :** এই পাঠে শিক্ষক ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের তৃতীয় স্তবকটি সুর ও ছন্দের সাথে বেশ কয়েক বার গাইবেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে এই গানের তৃতীয় স্তবকটি বেশ কয়েকবার গাইবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নিজেদের ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের তৃতীয় স্তবকটি কয়েকবার গাইতে বলবেন। **৪০তম পাঠ :** শিক্ষক পাঠের শুরুতে ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানের তৃতীয় স্তবকটি সুর ও তালের সাথে বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			গাইবেন। তিনি পরে শিক্ষার্থীদের এই গানটি কয়েকবার গাইতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের তৃতীয় স্তবকটি আয়ত্ত করতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। যারা 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের তৃতীয় স্তবকটি আয়ত্ত করতে পেরেছে, সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং তাদের গাইতে বলবেন। তাদের সাথে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও বেশ কয়েকবার 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের তৃতীয় স্তবকটি গাইবে। **৪১তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের তৃতীয় স্তবকটি আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের তৃতীয় স্তবকটি ঠিকমতো

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৪৩তম পাঠ : শিক্ষক এই পাঠে শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নির্দেশিকায় মুদ্রিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও শহীদ আলতাফ মাহমুদের ছবি দেখাবেন। তিনি এই তিন সংগীত রচয়িতা, সুরকার ও শিল্পীর সংগীতময় জীবনের উপর অলোকপাত করবেন। **৪৪তম পাঠ :** শিক্ষক এই পাঠে শিক্ষার্থীদের পূর্বপরিচিত বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ হারমোনিয়াম, তবলা, একতারা ও বাঁশির ছবি দেখাবেন ও ব্যবহার সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করবেন। এর সাথে সাথে তিনি শিক্ষক নির্দেশিকায় মুদ্রিত আরও দুটি অতিপরিচিত দেশীয় বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ ঢোল ও দোতারার ছবি দেখাবেন। তিনি এই বাদ্যযন্ত্র দুটির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন।	সুরে গাইতে পারছে না তাদের চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদের বেশ কয়েকবার সুরে এই গানের তৃতীয় স্তবকটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৪৫তম পাঠ থেকে ৫২তম পাঠ : শিক্ষক চতুর্থ শ্রেণিতে শেখানো তিনটি সম্পূর্ণ গান ও দুইটি আংশিক গান সহ মোট পাঁচটি গান ও গানের অংশ এই আটটি পাঠে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করাবেন। আরও বেশি সংখ্যক পাঠ পাওয়া গেলে শিক্ষক চতুর্থ শ্রেণিতে শেখানো পাঁচটি গান ও গানের অংশ বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করাবেন এবং ইতোপূর্বে প্রদর্শিত সংগীত সাধকদের ছবিসহ বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখাবেন ও আলোচনা করবেন।	

সমাপ্ত